মাওলানা-পরিচয়।

কমার-উল-ওলামা জনাব মাওলানা শাহ্ সুফী
মহাম্মদ আবুবকর সাহেবের বংশ-পরিচয়
ও জীবনী-কথা।

মুন্সী মোজাম্মেল হক্-প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩৩নং গৌরীবেড় লেন, "সূর্য্য-যন্ত্রে"
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ নাথ দ্বারা মুদ্রিত

ও

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, গণেশ পুস্তকালয় হইতে
সূর্য্যকুমার নাথ ও শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ
দ্বারা প্রকাশিত।

১৩২১

বিজ্ঞাপন।

"মাওলানা-পরিচয়" ভক্তিভাজন কমার-উল-ওলামা জনাব মাওলানা শাহ্ সুফী মহাম্মদ আবু বকর সাহেবের বংশ-পরিচয় ও তাঁহার বাল্য-জীবন, শিক্ষা, সমাজ-সেবার-বিবরণ। ফুরফুরার আদিম অবস্থা, বাগ্দী রাজার সহিত মাওলানা সাহেবের আদি পুরুষের যুদ্ধ ও জয়লাভ এবং অপর প্রয়োজনীয় তথ্যও ইহাতে আছে। আমি বহু যত্নে যে সকল তত্ত্ব স্বয়ং অবগত হইতে পারিয়াছি এবং জনাব মাওলানা সাহেবের অনুগ্রহে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ করিলাম। যদি কেহ জনাব মাওলানা সাহেবের বা তাঁহার জন্মভূমি-ঘটিত কোন স্মরণীয় ঘটনা অবগত থাকেন, তবে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিব।

বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমান ভ্রাতৃগণই জনাব মাওলানা সাহেবের পরিচয় জানিতে উৎসুক। তাঁহাদের সেই ঔৎসুক্য নিবারণার্থই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রচার। আশা করি, এক্ষণে জনাব মাওলানা সাহেবের প্রিয় ভক্তগণ ইহা সাদরে গ্রহণ ও পাঠ করিয়া লেখকের শ্রম সার্থক করিবেন। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, যদি প্রসঙ্গক্রমে কোন স্থলে জনাব মাওলানা সাহেবের পবিত্র নামের অসম্ভ্রম বা কোন বেআদবী ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি যেন দয়া করিয়া তাঁহার এই অনুগত দীন লেখকের সে অপরাধ ক্ষমা করেন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি।

শান্তিপুর
১৩২১।১৫ই বৈশাখ

জনাব মাওলানা সাহেবের দোওয়াপ্রার্থী খাদেম

মোজাম্মেল হক্।

মাওলানা-পরিচয়।

উপক্রমণিকা।

বঙ্গের মোস্‌লেম-সমাজের সমুজ্জ্বল ধর্ম্মজ্যোতিঃ ভক্তি-ভাজন প্রাতঃস্মরণীয় কমার-উল-ওলামা জনাব মাওলানা শাহ্ স্থফী মহাম্মদ আবু বকর সাহেব বঙ্গদেশীয় মুসলমান সাধারণের জনৈক সম্মানিত পীর ও মোরশেদ। যদিও তাঁহার নিকট বঙ্গের যাবতীয় মুসলমান নরনারী দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, তথাপি সকলেই একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে আপনাদের জনৈক শ্রেষ্ঠ, সম্মানিত ধর্ম্মগুরু বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। এ বঙ্গে এমন কোনও মুসলমান নাই, এই ক্ষণজন্মা সাধু পুরুষের পবিত্র নাম না জানেন, এমন কোন পল্লী নাই, এমন কোন নগর নাই, যেখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-সমাজে এই মহামতি মাওলানা-প্রবরের নাম ভক্তির সহিত উচ্চারিত ও তাঁহার ইসলাম-হিতৈষণার কথা আলোচিত না হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গের কথা ছাড়িয়া দেও, যাও সুদূর উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গে, যাও আসামে বা দূরস্থিত পাটনা ভূমে, দেখিতে পাইবে সেখানেও জনাব মাওলানা সাহেব লোকের মুখে মুখে বিরাজ

করিতেছেন। নবাব, আমির, ধনী, মধ্যবিত, পণ্ডিত, মুর্খ সকলেই পুণ্যপ্রাণ মাওলানা সাহেবের যশোকীর্ত্তন করেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া পুণ্যার্জ্জন মানসে—তাঁহার পবিত্র পদযুগ চুম্বন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভার্থে লালায়িত হইয়া থাকেন।

মাওলানা সাহেব ধর্ম্মরত কর্ম্মবীর। নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করাই তাঁহার কার্য্য। তিনি এই শুভ কর্ম্মের জন্যই জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। করুণাময় খোদাতালাও তাঁহাকে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ এবং বাগ্মী জনোচিত গম্ভীর স্বরবিশিষ্ট। ফলতঃ এই যে শক্তি, এই যে গুণ, ইহাও বঙ্গদেশীয় দুঃস্থ মুসলমানগণের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। কেননা এরূপ নিঃস্বার্থ ধর্ম্মোপদেশক, এরূপ অক্লান্ত শ্রমশীল সদ্‌বক্তা আজ যদি বঙ্গে বিদ্যমান না থাকিতেন, তবে বঙ্গের ইস্‌লাম-তরণী উপযুক্ত কর্ণধার অভাবে বিপথে পতিত হইত—আরোহীগণ টলমলায়মানভাবে অবস্থান করিত, সন্দেহ নাই। সুতরাং মাওলানা সাহেবের ন্যায় সমস্থল-ওয়ায়েজিন—প্রবীণ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ উপদেষ্টার আবির্ভাব যে, আমাদের প্রতি খোদাতালার অসীম অনুগ্রহের এক নিদর্শন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন ? মাওলানা সাহেব যখন সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গুরুগম্ভীর আওয়াজে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া ওয়াজ করিতে থাকেন, এবং হাজার হাজার লোক নীরব নিস্তব্ধভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া তাঁহার পবিত্র মুখনিঃসৃত উপদেশামৃত পানে

আত্মার চরিতার্থতা সাধন করেন, তখনকার দৃশ্য কি মনোরম! কি চিত্তচমৎকারী!! কি হৃদয়গ্রাহী!!! পাঠক! যদি চিত্রকর হইতাম, তবে আজ সে আলেখ্য চিত্রিত করিয়া দেখাইয়া তৃপ্তি বোধ করিতাম। ফলতঃ যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই জানিয়াছেন,—তিনিই বুঝিয়াছেন, ব্যাপার কি অভূতপূর্ব্ব! হাজার হাজার লোকের শ্রবণরঞ্জন করিয়া সমান তেজে, সমান স্বরে, সমান ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ৩।৪ ঘণ্টা বক্তৃতা করা কি কম শক্তির পরিচায়ক? সে কি যাহার তাহার ক্ষমতা?

মাওলানা সাহেবের নামে বঙ্গবাসী মুসলমান উন্মত্ত, তাঁহার দর্শন লাভার্থে উদ্বিগ্ন—লালায়িত। তাঁহাকে দাওত দিয়া স্বগ্রামে আনিয়া তাঁহাকে দর্শন, তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ ও দীক্ষাগ্রহণ (মূরিদ হওন) করিয়া চরিতার্থ হইবে, ইহা অধিকাংশ লোকের বাসনা। তাই আমরা দেখিয়াছি, যদি কোন সভায় জনাব মাওলানা সাহেবের শুভাগমন হইবে প্রচারিত হয়; তাহা হইলে সে সভায় লোক-সমাগমের ইয়ত্তা থাকে না, সভায় স্থান দান করা কঠিন হইয়া পড়ে। ২০।২৫ ক্রোশ দূরস্থিত গ্রাম হইতে শত কাজ ফেলিয়া, শত বাধা ঠেলিয়া লোক কাতারে কাতারে পদব্রজে, অশ্বে, গো-যানে, ও পালকীতে চাপিয়া পঙ্গপালের ন্যায় সভাস্থল ছাইয়া ফেলে এবং জনাব মাওলানা সাহেবকে দেখিয়া সমস্ত ক্লেশ—সমস্ত ক্লান্তির অবসানে প্রাণে আরাম বোধ করে, আপনাকে ধন্য ভাবে। শুধু কি তাহাই? জনাব মাওলানা সাহেবের কদমবুসি করিতে তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় ধরিয়া চুম্বন দিয়া কৃতার্থ হইতে কত

ছুটাছুটি, কত হুড়াহুড়ি! কত গড়াগড়ি!! আহা সে কালের দৃশ্যও যে কি মনোহর, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে অনুভব করিতে পারে?

আবার আর একটী কথা,—যদি লোকে শুনিতে পায়, জনাব মাওলানা সাহেব সভায় আসেন নাই, কার্য্যগতিকে তাঁহার আসা ঘটে নাই, তবে আর লোকের দুঃখের সীমা থাকে না, প্রাণে যেন যম-যন্ত্রণা বোধ করে, চতুর্দ্দিক আঁধারপূর্ণ দেখে। হা-হুতাশ ছাড়িয়া ম্লানমুখে অবশ অঙ্গে সভাস্থল ত্যাগ করিতে থাকে। তখন হাজার প্রবোধ দেও, অপর বক্তারা হাজার সুধাবর্ষণ করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে থাকুন, কিন্তু শোনে কে? কেহই সে দিকে দৃক্‌পাত করে না, কাণ সে দিকে যায় না, প্রাণ তাহা শুনিতে ইচ্ছা করে না; সকলেই একেবারে সভা শূন্য করিয়া চলিয়া যায়! এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বল দেখি প্রিয় পাঠক! বল দেখি, প্রাণের দ্বার খুলিয়া অচিন্তিত মনে প্রিয় পাঠিকে! যাঁহাকে দেখিবার জন্য মুসলমান-সমাজ এত লালায়িত, এত উদ্বিগ্ন এবং দেখিতে পাইলে দরিদ্রের রত্নলাভের মত আত্মহারা, যাঁহার পদস্পর্শ করিতে মাতোয়ারা, তিনি আমাদের কে? কি বলিয়া আমরা তাঁহাকে সম্বোধন করিব? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেক মোস্‌লেম-সন্তানের হৃদয় হইতে ধ্বনি উঠিবে—জনাব মাওলানা সাহেব আমাদের সমাজের স্তম্ভ, বঙ্গীয় ইসলাম-তরণীর দক্ষ কর্ণধার, বঙ্গ-মোসলেমের শ্রদ্ধেয় পীর ও মোরসেদ। মহাবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিলে যেমন জীবের শ্রান্তি-ক্লান্তি নাশ হইয়া সুশীতল

ছায়ায় প্রাণ শীতল হয়, মুখ স্ফুর্ত্তিভরা হইয়া থাকে, হজরত মওলানা সাহেবের শরণাগত হইলে তেমনি তাঁহার উপদেশামৃত পানে প্রাণ সজীব হইয়া উঠে, হৃদয়ে শান্তি-বাতাস বহিতে থাকে এবং চিত্তের আবিলতা কাটিয়া গিয়া জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, নয়ন মোক্ষের পথ দেখিতে থাকে।

আমরা অনুদিন দেখিতে পাই, বঙ্গে অনেক নবাব, আমির, শিক্ষিত যুবা, আপনাকে বঙ্গ-ইসলামের নেতা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি কয় জন আছেন? কয় জন নিঃস্বার্থভাবে সমাজের জন্য খাটিয়া থাকেন? কয় জনের মুখে মাওলানা সাহেবের ন্যায় ইহপারলৌকিক কল্যাণের কথা শ্রুত হইয়া থাকে? ইহার উত্তর আমরা আর কি করিব? প্রত্যেকে আপনাপন হৃদয় হইতে গ্রহণ করিবেন। তবে যদি সত্য কথাই বলিতে হয়, তবে জনাব মাওলানা সাহেবই সমাজের প্রকৃত নেতা; ইহা বলিতে হইবে। কেননা ধর্ম্ম-বন্ধন দৃঢ়তার সহিত যিনি সমাজ-বন্ধন করেন, সমাজের দুর্গতি নাশ ও উন্নতির চেষ্টা করেন, তিনিই যথার্থ নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি। তাই বলিতেছি, আজ যাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে লক্ষ লক্ষ লোক পরিচালিত, যাঁহার পরিপক্ক মস্তিষ্ক-প্রসূত মন্তব্য উল্লিখিত নবাব আমিরগণও মান্য করিয়া চলেন, যাঁহার ইঙ্গিতে সমাজের অনেক অভাব-অভিযোগ নিরাকৃত, ও সমূহ মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাঁহাকে সমাজের নেতা কেন? নেতৃরাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরন্তু এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন,

কেননা, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, যাহা প্রতিদিন চক্ষের উপর সংঘটিত হইতেছে, যে বিষয়ে সমাজের প্রত্যেক নরনারী অনু-প্রাণিত, তাহার আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র। তাই এক্ষণে আমি আমার প্রাথমিক মন্তব্যের উপসংহার করিয়া জনাব মাওলানা সাহেবের বংশ-পরিচয়, তাঁহার জন্মকথা, শিক্ষা, সমাজ-সেবা প্রভৃতি বিষয়, যাহার অধিকাংশ তাঁহারই অনুগ্রহে অবগত হইয়াছি, অতঃপর লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুণ্যভূমি ফুরফুরা জেলা হুগলীর অন্তর্গত একটী নিভৃত পল্লী। সমগ্র হুগলী জেলার মধ্যে পাণ্ডুয়া ও ফুরফুরা এই দুইটী পল্লী সৌরভে-গৌরবে ও গুরুত্বে অতুলনীয়া। বরং পাণ্ডুয়া অপেক্ষা ফুরফুরা অধিক গৌরব-শালিনী। কেননা ফুরফুরার পবিত্র ভূমিতে যত ধী-শক্তিমান ইস্‌লাম-সন্তান, যত ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়া সেই ভূমির ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, যত নির্ম্মলাত্মা সুফী, দরবেশ, সাধু, গওস, কোতব, যত মধুরকণ্ঠ হাফেজ, সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ মাওলানা, মৌলবী, মুফ্‌তী এবং অপর সদ্‌গুণাধার মহান পুরুষ আবির্ভূত হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া সেই ভূমিতেই চির বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, তত আর পাণ্ডুয়াতে নহে। পাণ্ডুয়া মহাত্মা ধর্ম্মবীর শাহ সুফী সুলতান ও তদনুচরগণের বিজয়-কাহিনীতেই

অধিক পরিকীর্ত্তিত—অধিক প্রসিদ্ধ। ফলতঃ সেই বিজয়-কাহিনীও ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান জাতির পক্ষে কম গৌরবের সামগ্রী নহে। সেই অতীত গৌরবের কথা স্মরণে আজও কাহার হৃদয় না আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে ?

পাণ্ডুয়া ও ফুরফুরা উভয় ভূমিরই ভাগ্য সমভাবে বিজড়িত। উভয় ভূমিই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-বিগ্রহের পর ইস্‌লাম-সন্তানকে আপনাদের ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবীর শাহ সুফী সুলতান পাণ্ডুয়ার তাৎকালীক অত্যাচারী হিন্দু রাজাকে এক ভীষণ যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করিয়া ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া হস্তগত করেন এবং দুর্দ্দান্ত বাগ্‌দী রাজার পরাজয়ে ফুরফুরা জনপদ ইস্‌লাম-সন্তানের অধিকারে আইসে। শাহ সুফী রাজবংশ-সম্ভূত—দিল্লীর পরাক্রান্ত বাদশাহ ফিরোজ তোগলকের ভ্রাতৃষ্পুত্র, পক্ষান্তরে ফুরফুরা-বিজয়ী ইস্‌লাম-নন্দন এক জন সৈন্যবলহীন খোদাপোরস্ত দরবেশ, ইস্‌লাম-যোশেভরা তেজস্বী তাপস! দেখিতে গেলে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। যাহা হউক, কিরূপে এই নিরীহ দরবেশ বল-বিক্রমশালী বাগ্‌দী রাজাকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করিয়া ফুরফুরা-বক্ষে ইস্‌লামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিরূপে কয়েক জন মোস্‌লেম-নন্দন অগণিত শত্রুসৈন্য মধ্যে "দিন দিন রবে" আপতিত হইয়া আপনাদের বলবীর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, এস্থলে সংক্ষেপে সে বিবরণ পাঠকগণের গোচরীভূত করা হইল।—

বোগদাদ্ এক সময়ে শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম্মচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। জনাব মাওলানা সাহেবের আদি পুরুষের আদিম বাসস্থান এই বোগদাদ শরিফে ছিল। তিনি হজরত মহাম্মদ মস্তফা সল্লল্লা আলায়হেস্ সাল্লামের প্রচার-বন্ধু মহামান্য প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর সিদ্দিকের বংশোদ্ভব। সুতরাং বংশ-মর্য্যাদায় জনাব মাওলানা সাহেব ও স্ববংশীয়গণ যে উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কথিত আছে, বিখ্যাত আব্বসীয়া ও উম্মিয়া বংশীয় খলিফাদের মধ্যে কেহ কেহ অতীব অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহাদের অযথা উৎপীড়নে ও অবিচারে ফাতেমা বা অন্য সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ব্যক্তিবৃন্দের পবিত্র ভূমি আরবে অবস্থান করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা অরাজকতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় দেশ-দেশান্তরে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই প্রথম খলিফার উল্লিখিত বংশধর আরব ত্যাগ করিয়া বোগদাদে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই বংশের জনৈক উজ্জ্বল রত্ন জনাব মাওলানা সাহেবের ঊর্দ্ধতন ষোড়শ পুরুষ হজরত মখদুম মাওলানা মনসুর বোগদাদী সপরিবারে কতিপয় অনুচর সহ ৭০০ হিজরী সালে, ১২৮২ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ-শরিফ হইতে ভারতবর্ষে শুভাগমন করেন এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত সুজলা সুফলা ফুরফুরা জনপদ বাসের উপযুক্ত মনে করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। তখন ফুরফুরার নিকটই সরস্বতী নদী প্রবাহিত ছিল, সুতরাং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেও ফুরফুরা আগন্তুকদিগের মন হরণ করিয়াছিল,

সন্দেহ নাই। মহাত্মা মনসুর ও তৎসঙ্গীগণ তজ্জন্য প্রফুল্ল-মনে ফুরফুরায় স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মালোচনা ও ইস্‌লাম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন ফুরফুরা ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির অধিপতি ছিল বাগ্‌দী রাজা।

যেমন দেবতা তার নৈবেদ্য তেমন!

রাজা বাগ্‌দী, সুতরাং তাহার প্রজাগণও ছিল যে তজ্জাতীয়, তজ্জাতীয় না হউক, তৎপ্রকৃতির অসভ্য জংলী জাতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ব্বর জংলী জাতিরাই বাগ্‌দী রাজার রাজ্যের সর্ব্বত্র জুড়িয়া বাস করিত, বাগ্‌দী রাজার তাহাদের উপর অতুল প্রভাব ছিল। তাহার সৈন্য-বলের অভাব ছিল না, ভীষণ-দর্শন, প্রচুর শক্তিশালী বর্ব্বর জংলীগণ সকলেই যোদ্ধা, সকলেই রাজার অনুরক্ত। যদি কোন দুস্মনকে আক্রমণ করিতে হইত, তবে আবশ্যক হইলে তাহাদের রমণীগণও রণোন্মত্ত হইতে পশ্চাৎপদ হইত না। তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র ছিল তীর, ধনুক, বর্শা, ইষ্টক-নিক্ষেপকারী ফিঙ্গা, এবং তীক্ষ্ণধার টাঙ্গী অস্ত্র (Battle-axe.)। এই টাঙ্গী অতি ভয়ানক অস্ত্র, এই অস্ত্রের দ্বারা বন্য জাতিরা গভীর বনমধ্যে যাইয়া বৃহৎ বৃহৎ বন্য পশু এক আঘাতেই দ্বিখণ্ড করিয়া শিকার করিয়া থাকে। সুতরাং কোমল নরদেহ যে ইহাতে তৃণের ন্যায় কাটিয়া যায়, একথা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, এইরূপ দুর্দ্দান্ত অসভ্য জাতির মধ্যে অসভ্য বাগ্‌দী রাজার অধিকারে হজরত মনসুর বোগদাদী আসিয়া অধিবাস করিয়াছিলেন।

ফলতঃ অসভ্য ও সভ্য জাতির সম্মিলনে যাহা ঘটে, এস্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সভ্য জাতির আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই অসভ্যদিগের চক্ষে বিষবৎ। তাহারা আপনাদিগের বর্ব্বরতাকেই উত্তম জ্ঞান করত সভ্য জাতির উপর বিরক্ত হয় এবং কারণে বা অকারণে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। সত্য বটে, বর্ব্বরদিগের অত্যাচারে প্রথমতঃ সভ্যতালোক-প্রাপ্ত নরগণ উৎপীড়িত, নিগৃহীত ও ব্যতিব্যস্ত হয়, কিন্তু পরিণামে জয়মাল্য তাঁহাদেরই কণ্ঠদেশ সুশোভিত করে, পশু-প্রকৃতি বর্ব্বরগণ পরাজিত, নিহত ও পলায়িত হইয়া থাকে, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন। দুরন্ত বাগদী রাজা মনস্বী মওলানা সাহেবের ইস্‌লাম-প্রচার হেতুই হউক, অথবা অন্য কি কারণে বলা যায় না, অল্প দিনের মধ্যেই নবাগত মোস্‌লেম-সন্তানদিগের প্রতি কঠোর পীড়ন আরম্ভ করিল। কিন্তু তাঁহারা নিরীহ-প্রকৃতির ধর্ম্মশীল ব্যক্তি এবং সংখ্যাতেও অল্প ছিলেন ; সুতরাং প্রথমতঃ কৌশলে মিষ্ট কথায় দুরাচার বাগ্‌দী রাজার এবং তাহার অসভ্য প্রজাদের উৎপীড়ন এড়াইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, উত্থিত-ফণা ফণী মন্ত্রৌষধি মানে না, মিষ্ট কথায় কাজ হয় না, অত্যাচারানল নিস্তেজ হওয়া দূরে থাক, বরং ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে দুর্ব্বল জানিয়াও বাধ্য হইয়া বাগ্‌দী রাজার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প করিলেন।

এই সঙ্কল্পানুসারে ধর্ম্মাত্মা মনসুর বোগদাদী স্বীয় অনুচরগণ

সহ দয়াময় আল্লার নামে নির্ভর করিয়া দুর্দ্ধর্ষ বাগ্‌দী রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাগ্‌দী রাজার সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল না, পক্ষান্তরে মুসলমানগণ সংখ্যায় অল্প ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র-বিহীন, কিন্তু সকলেই ইস্‌লামী তেজে তেজীয়ান, সকলেই ইস্‌লামী বলে বলীয়ান ও রণদক্ষ। তাঁহারা অনল-প্রতাপে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া তীব্র তেজে অস্ত্রচালনা করিতে লাগিলেন, অশিক্ষিত বর্ব্বরগণ বীর্য্যবন্ত শিক্ষিত মোসস্‌লেম-সন্তানগণের বীরত্বাভিনয় দর্শনে ভীত, চমকিত ও কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহাদের বহু লোক মোস্‌লেম-করে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অবশেষে রণস্থলে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অবশিষ্ট জংলী সৈন্য ছত্রভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। দুর্ভাগ্য বাগ্‌দী রাজা পরাজিত ও নিহত হইয়া স্বীয় দুর্ব্যবহারের ফলভোগ করিল। মোস্‌লেম-সন্তানগণ সমরে জয়লাভ করিয়া করুণাময় খোদাতালার নিকট মনাজাত করিলেন এবং অতঃপর অরাতি-পীড়নের আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, ফুরফুরা ভূমি তাঁহাদের করায়ত্ত হইল। তখন তাঁহারা অবাধে মস্‌জেদ-মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম ও বিদ্যা-চর্চ্চা করিতে মনোনিবেশ করিলেন।

এই যুদ্ধে বাগ্‌দী রাজা সবংশে বিনষ্ট হয়, তাহার রাজ্য, ধন, প্রভাব, প্রতিপত্তি সকলই ঘুচিয়া যায়। মুসলমান-পক্ষেও যে ক্ষতি হয় নাই, তাহা নহে। ইস্‌লামী যোশেভরা, বিপুল তেজো-বীর্য্যশালী বিশিষ্ট চারি জন মুসলমান-সন্তান বহু বর্ব্বর সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক আপনারাও সেই যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন

দিয়া বেহেস্তবাসী হইয়াছিলেন। অদ্যাপি ফুরফুরার সান্নিধ্যে সেই চারি জন পুণ্যাত্মা মুসলমান যুবকের পবিত্র কবর একটী গৃহের মধ্যে পাশাপাশি-ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, অদ্যাপি গ্রামবাসীগণ তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনী বর্ণন করিয়া অপার আনন্দের সহিত ভক্তিভরে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন। এই কবর চতুষ্টয় চাহার-সহিদ নামে খ্যাত। আমরা স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া অতীত ঘটনার গভীরতা অনুভব করত তাঁহাদিগকে শতমুখে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়াছি। আর একটী স্থানে ঘোড়া-সহিদ নামে একটী কবর আছে। সম্ভবতঃ এই যুদ্ধে কোন মোস্‌লেম-যোধের প্রিয় অশ্ব নিহত হইয়াছিল, তিনি এই স্থলে তাঁহার সেই সাধের ঘোটকটীর কবর দিয়া থাকিবেন। নিহত বাগ্‌দী রাজার প্রাসাদ, প্রাসাদ না হউক, বাস-ভবন কোন্ স্থানে ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। কেননা তৎপরিচয়জ্ঞাপক কোন চিহ্ন কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, বা কোন স্থলে আছে কি না, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ফলতঃ বাগ্‌দী রাজার সহিত যুদ্ধ যে ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বিখ্যাত ভারতবর্ষ পত্রে নিম্নোক্তরূপ বর্ণিত হইয়াছে।—

"জন্‌-প্রবাদ, এই স্থানে (ফুরফুরা গ্রামে) পূর্ব্বে বাগ্‌দী রাজারা রাজত্ব করিতেন। হজরত শাহ কবির হালিবী, ও হজরত করম উদ্দীন বাগ্‌দী রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। পরে ইঁহারাও যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন। কবির

সাহেবের কবর এখানে আছে। কবির সাহেব আলেপো-বাসী, আনার কুলী শাহ নামে সাধারণের নিকট পরিচিত।"

আমরা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ভারতবর্ষের লেখক মহাশয়েরও ভিত্তি জনশ্রুতি। তিনি ফুরফুরা-বিজয়ীর নাম হজরত সাহ কবির হালিবী ও হজরত করম উদ্দীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের সহিত এই দুইটী নামের হেরফের হইতেছে মাত্র, নতুবা অপর ঘটনার অমিল নাই। পরন্তু বোগদাদ হইতে আগত জনৈক তেজস্বী মোস্‌লেম-সন্তানের হস্তে যে বাগ্‌দী রাজা নিহত হয়, ইহা নিঃসন্দেহে সত্য কথা এবং সেই মোস্‌লেম-সন্তান যে জনাব মাওলানা সাহেবের উর্দ্ধতন ষোড়শ পুরুষ হজরত মাওলানা মখদুম মনসুর বোগদাদী, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। কারণ তিনিই প্রথমে বোগদাদ হইতে ফুরফুরায় আসিয়া ইস্‌লাম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারই সহিত বাগ্‌দী রাজার যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছিল, একথাও সত্য। ভারতবর্ষে এই আনোয়ার কুলী শাহ সম্বন্ধে আরও লিখিত হইয়াছে,—"ফকির সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনা যায়। নারিকেল গাছ তাঁহার পদানত হইয়া তাঁহাকে ফলদান করিত।" কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনাব মাওলানা সাহেব শান্তিপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তথাকার একটী বিরাট মজলেসে তিনি প্রসঙ্গক্রমে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের মহিমা-প্রকাশক নারিকেল গাছ নুইয়া পড়িয়া ফলদানের কথাও বলিয়াছিলেন।

সুতরাং এমন অবস্থায় আমরা ইহা অবশ্যই জোর করিয়া বলিতে পারি যে, ফুরফুরা-বিজয়ী সেই সুধী পুরুষের নাম হজরত শাহ কবির, আনোয়ার কুলী শাহ অথবা যিনি যে নামেই অভিহিত করুন, তিনি যে আমাদের শ্রদ্ধেয় জনাব মাওলানা সাহেবের পূর্ব্ব পুরুষ, তদ্বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হজরত মখ্‌দুম মনসুর বোগদাদী শুভ ক্ষণে ভারতে আসিয়া ফুরফুরায় যে পবিত্র বংশতরু রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার অধস্তন নবম পুরুষ হজরত মখ্‌দুম মাওলানা খেজের হইতেই তাহা বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। এই পুণ্যাত্ম পুরুষের বংশধরগণের মধ্যে মখ্‌দুম আশরাফ উদ্দীন সাহেব মুর্শিদাবাদে এবং মখ্‌দুম মওলানা আবদুল গণি সাহেব জেলা নদীয়ার অন্তর্গত ফয়জুল্লাপুরে যাইয়া বসবাস করেন। *

* নদীয়া জেলায় ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই ইসলাম-সন্তানগণের বসবাস ও ইসলাম-ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। মহাত্মা মনসুর বোগদাদী ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফুরফুরায় আগমন করেন, কিন্তু তাঁহার আগমনের ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবিজয়ী মহাবীর মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী নদীয়া অধিকার পূর্ব্বক তথায় ইসলাম-নিশান উড়াইয়া বহু ধর্ম্মাত্মা মুসলমানের বাস করাইয়া মসজিদ-মক্তব স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর হইল, বক্তিয়ারের গমন-পথ শান্তিপুরের ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে এবং বঙ্গাধীপ মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের আদি রাজধানী প্রাচীন নদীয়ার দুই

ফয়জুল্লাপুর খোশহালপুর (এক্ষণে কালীগঞ্জ) থানার অন্তবর্ত্তী বেগিয়া শান্তিপুরের মধ্যস্থ একটী পল্লীর নাম। এই পল্লীর মুফ্‌তি মহল্লায় মুফ্‌তি আবদুল গোফুর নামে তৎকালে এক জন সদ্বংশজাত লব্ধপ্রতিষ্ঠ গুণবান ও বিদ্বান লোক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি দিল্লীর বাদশাহের কোন একটী গুরুতর কার্য্যে স্বীয় ক্ষমতা ও দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন বলিয়া গুণগ্রাহী সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাত খুন মাপের হুকুম দিয়াছিলেন। এদিকে মাওলানা আবদুল গণি যেমন বিদ্বান, তেমনি ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি ইসলাম-প্রচার করিতে করিতে ফয়জুল্লাপুরে শুভাগমন করেন এবং উল্লিখিত মুফ্‌তী-বংশীয়া একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সেই স্থলেই বাস করিতে থাকেন। হজরত আশরাফ উদ্দীনের বংশধর কেহ বিদ্যমান আছেন কি না, জানা যায় না ; কিন্তু নদীয়ার পূর্ব্বোক্ত বেগিয়া-শান্তিপুরে মখদুম মওলানা আবদুল গণি সাহেবের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ মুন্সী মহাম্মদ কামাল উদ্দীন সিদ্দিকী সাহেবের ছয় পুত্রের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবী সুফী তজম্মল হোসেন ও মুন্সী পায়াম উদ্দীন আহম্মদ সাহেব পুত্র-কলত্র ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত বিদ্যমান থাকিয়া পূর্ব্বপুরুষের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। মুন্সী পায়াম উদ্দীন সাহেব সুশিক্ষিত, কলিকাতা হাইকোর্টের পেশকার ছিলেন, এক্ষণে তিনি পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছেন,

---

ক্রো.শ দক্ষিণে নিজামপুর গ্রামে সেই আমলের চিহ্নস্বরূপ একটী বৃহৎ জীর্ণ মসজিদ জমিদার কর্ত্তৃক অকারণে ভূমিসাৎ হয়। তজ্জন্য আদালতের আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। নদীয়া-জয়ের পর বীর বক্তিয়ার উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে গমন করেন।

স্থফী সাহেবও ভ্রাতার ন্যায় হাইকোর্টে কার্য্য করিয়া সম্মানের সহিত রহিয়াছেন।

আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ জনাব মাওলানা সাহেব তাঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষ মাওলানা খেজের সাহেবের অপর পুত্র কোতবল কোতব মওলানা জাজী মখ্‌দুম মস্তফা সাহেবের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। এই কোতবল কোতব সাহেব মহামান্য দিল্লীশ্বর স্থলতান আলমগীর শাহের পীরভাই ছিলেন এবং ইঁহার বংশে বহু বিদ্যারত্ন-বিমণ্ডিত প্রখর প্রতিভাশালী মৌলবী-মাওলানা, স্থফী-সাধু জন্মপরিগ্রহ করিয়া ইসলামের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। জনাব মাওলানা সাহেব অদ্যাবধি যে লাখেরাজ আয়মা ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, তাহা এই স্থধী পুরুষ এবং ইঁহার গুণবান পুত্র মাওলানা ওজিয়দ্দীন সাহেব দিল্লীশ্বর স্থলতান মহাম্মদ মহিউদ্দীন আলমগীর ওরফে আরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বংশেই মাওলানা সাহেবের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ প্রসিদ্ধ মাওলানা মহাম্মদ মস্তফা রহমতুল্লাহ সাহেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি মেদিনীপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং হিজরী ১০১০ সালে, ইংরাজী ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। মেদিনীপুরের শাহী আমলের নির্ম্মিত কেল্লার মধ্যস্থ মসজিদের পাশে ইঁহার প্রস্তর-নির্ম্মিত পবিত্র কবর আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। কবরটী চতুষ্কোণবিশিষ্ট। এই সম্মানিত বোজর্গ বংশেই বংশের গৌরব স্বরূপ বঙ্গ-মোসলেমের বরেণ্য, পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম উজ্জ্বল ধার্ম্মিক-রত্ন আমাদের পরম ভক্তিভাজন

পীর ও মোরশেদ কামেল দরবেশ মাওলানা সাহ সুফী মহম্মদ আবু বকর সাহেব আবির্ভূত হইয়া অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ দানে বঙ্গীয় মোসলেম-সমাজকে কৃতার্থ করিতেছেন। এস্থলে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা ইহাও লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, যে কামেল দরবেশ, যে অলৌকিক গুণসম্পন্ন ধর্ম্মপ্রাণ তাপসবর সে দিন বঙ্গ-মোসলেমকে কাঁদাইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া বেহেস্তবাসী হইয়াছেন, যিনি বিদ্যা-বিচক্ষণতা ও জ্ঞান-গৌরব প্রভাবে গুণজ্ঞ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরও শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিভাজন সৌম্যমূর্ত্তি ধর্ম্মাত্মা জনাব সমসুল-ওলামা মাওলানা গোলাম সোলেমানী সাহেবও এই বংশের অন্যতম উজ্জ্বল কোহিনুর। তিনি আমাদের আলোচ্য পীর মাওলানা সাহেবের জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। সুতরাং এই সম্ভ্রান্ত বংশের, এই রত্ন-ভাণ্ডারের—

> "কারে পিছে রাখি কার গুণ গাই,
> যাঁর পানে চাই, বলিহারি যাই।"

ইঁহাদের প্রত্যেকেই অনুপম, অতুলনীয় ও বর্ণনাতীত, ইহা ভাবিয়া আমি আমার অপটু লেখনীকে ক্ষান্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

মাওলানা মনসুর বোগদাদী প্রাগুক্তরূপে বাগদী রাজার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফুরফুরায় আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক তাহার আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সভ্যতার সুন্দর আলোকে অসভ্যতা-আঁধার দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল। মহাত্মা মনসুর ও তাঁহার পরবর্ত্তী কয়েক পুরুষের

সময়ে ফুরফুরার চরমোন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এস্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা এই সময়ে দিল্লীর শাহী দরবার হইতে জায়গীর স্বরূপ বহু আয়েমা সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই আয়েমা সম্পত্তি-লব্ধ অর্থ ও সদিচ্ছা, এই উভয়ের ফলে তাঁহারা ফুরফুরাকে আদর্শ নগরে পরিণত করিয়াছিলেন। মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, অতিথিশালা স্থাপন করিয়া ধর্ম্মার্থী, বিদ্যার্থী, ও অতিথিগণের অভাব মোচন করিয়াছিলেন। দীঘি, পুষ্করিণী, বিবিধ উপাদেয় ফলের বাগান প্রস্তুত করিয়া সাধারণের অসুবিধা নিবারণের সহিত গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মালোচনা ও বিদ্যালোচনা তখন অবাধে চলিয়াছিল, অচিরে ফুরফুরার নাম বঙ্গময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গের বহু পল্লী হইতে বহু বিদ্যার্থী ছাত্র বিনা ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিবার আশায় সমাগত হইয়া সেই নিভৃত স্থান মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সমাগত জ্ঞানরত্ন-লোলুপ ছাত্রদের সর্ব্ব প্রকার অভাব-অসুবিধা ও ভরণ-পোষণের ভার সাত শত আয়েমার মনস্বী মালিকগণ গ্রহণ করিতেন। আহা কি উদারতা! কি করুণা!! কি ধর্ম্ম-প্রাণতার উজ্জ্বল পরিচয়!!! সে কালের সে দিন কি সুখের দিনই গিয়াছে। সেই দিন স্মরণ করিলেও হৃদয় আনন্দে অবনত হইয়া পড়ে; মন বিস্ময়ে বিভোর হইয়া থাকে। হায় ফুরফুরার সে অত্যুচ্চ গৌরবের দিন আর নাই! সে মনস্বী মোসলেমগণ লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহাদের শোভন বাসগৃহ গলিত, স্খলিত, পতিত, ধ্বংসে পরিণত, বাগান

জঙ্গলাবৃত, এবং দীর্ঘ সরোবর ভরাট হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বান্তক কাল সমস্তই নষ্ট করিয়াছে ; আছে কেবল স্মৃতি, আর সেই পুণ্যপুরুষদিগের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য স্বরূপ মসজিদ, সমাধি ও অপর কিছু কিছু চিহ্ন! দারুণ ম্যালেরিয়ায় লোক-সংখ্যা হ্রাস হইয়া সেই সদামুখরিত আনন্দ-কানন আবার নিস্তব্ধ হইয়াছে। কিন্তু এখনও যাহা ফুরফুরায় আছে, তাহা এই বিশাল বঙ্গদেশের কোনও পল্লীতে, কোনও নগরে নাই। এখনও তথাকার মাদ্রাসা-মক্তবে বহু বিদেশী ছাত্র বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে, বহু আলেম, ফাজেল, আয়েমাদার ইহার বক্ষে বিচরণ করিতেছেন। ফলতঃ ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মবীর জনাব মাওলানা সাহেবের কল্যাণে এখনও ফুরফুরা উজ্জীবিত—উল্লাসিত বদনে শোভা পাইতেছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বিবৃত করিয়া আসিলাম, হয় তো কেহ তাহা পাঠ করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে পারেন, তাহা বাজে কথায় পূর্ণ, তাহাতে মাওলানা সাহেবের জীবনী সম্বন্ধে কিছুই দেখিতে পাইলাম না তো? কিন্তু না প্রিয় পাঠক-পাঠিকে! একবার প্রণিধান করিয়া দেখুন, তাহা বাজে কথায় পূর্ণ নহে, তাহা মাওলানা সাহেবের জীবনীর মূল ভিত্তি, প্রধান অবলম্বন! যদি কোন ফল হাতে পাওয়া যায় এবং তাহার গুণও অবগত হওয়া যায়, তবে কি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাহার বৃক্ষকেও জানিতে চাহেন না? এবং সে আকাঙ্ক্ষা কি আপনিই মনোমধ্যে উদিত হয় না? যদি হয়, তবে জনাব মাওলানা সাহেবের বাসস্থান ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের অবস্থা

ঘটিত প্রসঙ্গও জানিতে লোকের আগ্রহ না জন্মিবে কেন? ফলতঃ যাঁহারা জনাব মাওলানা সাহেবকে জানিয়াছেন এবং জানিতে চাহেন, তাঁহাদের মাওলানা সাহেবের জন্মভূমি-সংশ্লিষ্ট এবং বংশপরম্পরাগত ঘটনা অবগত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা তাহা না হইলে মাওলানা সাহেবকে সংপূর্ণরূপে জানা হইবে না। তজ্জন্যই আমরা প্রথমেই সে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি। সুতরাং আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বিবৃত করিয়া আসিয়াছি, তাহা যে বৃথা কথায় পূর্ণ নহে, তাহা কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি না বলিবেন? যাহা হউক, এক্ষণে আমরা জনাব মাওলানা সাহেবের আত্মবৃত্তান্ত যত দূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যত দূর সংগৃহীত সম্ভব, তাহা যথাযথরূপে পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রত্নপ্রসবিণী ফুরফুরায় মুসলমান-বসবাসের পর হইতে যে সকল মহাপ্রাণ মোস্‌লেম-সন্তান জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও কীর্ত্তি-কথার কথঞ্চিৎ আভাস পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা হাজী মৌলবী মখদুম আবদুল মক্‌তোদর সাহেব বহু গুণে গুণবান ব্যক্তি ছিলেন। সহৃদয়তা ও সদাচার-গুণে গ্রামস্থ লোক তাঁহাকে সমধিক ভক্তি করিত। ইনি জাতীয়

ভাষা উর্দ্দু-পারসী-আরবীতে উত্তম ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং আপন খুল্লতাত (চাচা) মাননীয় মুন্সী আবদুল খালেক সাহেবের গুণবতী মধ্যমা দুহিতা বিবি মহব্বতন্নেসা খাতুন সাহেবার সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ হইয়াছিল। এই পুণ্যবান পুরুষ এবং এই সুশীলা মহিলা আমাদের মাননীয় জনাব মাওলানা সাহেবের স্নেহময় জনক এবং স্নেহময়ী জননী। ১২৬৩ সালে তিনি এই মহীয়ান দম্পতির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যেমন ধর্ম্মপরায়ণ ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার মাতাও তদ্রূপ সুশীলা, বিদ্যাবতী ও মিষ্টভাষিণী ছিলেন। মেওয়া বৃক্ষে মধুময় মেওয়াই ফলিয়া থাকে! সুতরাং এ হেন পুণ্যব্রত দম্পতি হইতে জনাব মাওলানা সাহেবের ন্যায় সদাশয় নিষ্ঠাবান সর্ব্বানন্দদায়ক পুত্ররত্ন না জন্মিবে কেন? যখন মাওলানা সাহেবের পিতার বয়স অনুমান ৪০ বৎসর, তখন তিনি হজব্রত পালনার্থে পবিত্র ভূমি মক্কাতীর্থে যাত্রা করেন। তথায় তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করত এক বৎসর কাল বাস করেন। এক বৎসর পরে মক্কা হইতে বাটীতে আসিয়া পুষ্করিণী খনন ও অপর সৎকার্য্য করিয়া ৪৪ বৎসর বয়সে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোকগমন করেন। এই সময়ে জনাব মাওলানা সাহেবের বয়স ৯ মাস মাত্র। এই শিশু-জীবনেই তিনি পিতৃহারা হইলেন,—পিতৃস্নেহ যে কিরূপ পদার্থ, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল বলিয়া যে তাঁহার অপর বিষয়ের অভাব ও অসুবিধা হইয়াছিল, তাহা যেন কেহ

মনে না করেন। তাঁহার জ্ঞাতি-আত্মীয়েরা পরমযত্নে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জনাব মাওলানা সাহেবের জননী শিক্ষিতা ও সদ্‌গুণশালিনী ছিলেন। সেই সুশীলা মহিলা প্রাণাধিক পুত্রের লালন-পালন করিতে লাগিলেন এবং তৎসহ তাঁহাকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। মাওলানা সাহেব সুশীল, শান্ত এবং মেধাবী বালক ছিলেন, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই মাতার নিকট পবিত্র কোরাণ শরিফ পাঠ সাঙ্গ করিলেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগিণী জননী তাঁহাকে শিক্ষা-ক্ষেত্রে অগ্রসর করিবার জন্য সততই যত্ন করিতেন। মাওলানা সাহেবের ফারসী-শিক্ষার প্রথম ওস্তাদ মৌলবি গণিমতুল্লা সাহেব। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধির অধিকতর বিকাশ হইলে তিনি সীতাপুর মাদ্রাসায় যাইয়া ভর্ত্তি হন। এখানে কয়েক বৎসর যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়া তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় অপেক্ষাকৃত ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। শিক্ষকগণ তাঁহার প্রখর বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকে সকলেই অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

সীতাপুর মাদ্রাসা হইতে আসিয়া মাওলানা সাহেব হুগলী মাদ্রাসায় প্রবিষ্ট হন। এই মাদ্রাসায় তখন মাওলানা আবদুল হাকিম নামে জনৈক উপযুক্ত অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার আরবী ও পারসী সাহিত্যে প্রভূত পাণ্ডিত্য ছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে মাওলানা সাহেব তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়া শ্রম ও যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ছাত্রদিগের মধ্যে

তিনি প্রতিভাশালী ছিলেন বলিয়া এখানেও তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক, কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার যত্নবারি-সিঞ্চিত শ্রমতরুতে ফল ফলিল, তিনি মাদ্রাসার জামাতে আওল অর্থাৎ শেষ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকনিচয় অধ্যয়ন সাঙ্গ করিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, মাদ্রাসায় যে সকল ফেকার গ্রন্থ অধীত হইত না, তিনি তাহাও পাঠ করিয়া বিপুল জ্ঞান সঞ্চয় করিলেন। জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মেধাবী কৃতী ছাত্রের পাঠেচ্ছা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জনাব মাওলানা সাহেবেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি হুগলী মাদ্রাসায় পাঠ সাঙ্গ করিয়া অধিকতর জ্ঞান-লাভ জন্য কলিকাতার প্রসিদ্ধ নাখোদা-মাদ্রাসায় মাওলানা নজর শাহ বেলায়তী সাহেবের নিকট দর্শন-বিজ্ঞান-শাস্ত্র এবং প্রসিদ্ধ আলেম ধর্ম্মাত্মা জনাব মাওলানা হাফেজ জামালউদ্দীন সাহেবের নিকট সমগ্র হাদিস শরিফ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার তসুয়াফ (তত্ত্ব-জ্ঞান) শিক্ষার গুরু সেই স্বনামধন্য তত্ত্ব-দর্শী পণ্ডিত, বঙ্গীয় ধর্ম্ম-জগতের উজ্জ্বল রত্ন, কোতবল আফতাব জনাব মাওলানা শাহ সুফী ফতেহ আলি সাহেব ছিলেন। তাঁহার নিকটে দীক্ষালাভ করিয়া মাওলানা সাহেবের ধর্ম্মভাব সমধিক মার্জ্জিত উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছিল। তখন শিক্ষিত সমাজে তাঁহার আদর ও সম্মান অধিক হইল, তিনি জনৈক বিজ্ঞ ইসলাম-শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র গণ্য হইলেন। এই সময়ে জনাব মাওলানা সাহেবের বয়স সবে ২৩ বৎসর মাত্র। এই তরুণ বয়সে এরূপ শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য

লাভ করা কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। ফলতঃ ইহা যে তাঁহার বংশগত গুণের ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে,জনাব মাওলানা সাহেবের এই শিক্ষার সময় যে কেবল ধর্ম্মভাষা আরবী,-পারসী-উর্দ্দু শিক্ষাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা নহে, তিনি মাতৃভাষা বাঙ্গালাও কিছু শিখিয়াছিলেন। তবে সেই শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা, তাহা আজ কালিকার বিদ্যালয় সমুহের উন্নত প্রণালীর শিক্ষা নহে। যাহা হউক, তাহাতেই দেশের যথেষ্ট কার্য্য হইতেছে, —জনাব মাওলানা সাহেব বাংলা ভাষা-ভাষী বঙ্গ-মোসলেম-গণের নিকট বাঙ্গালা ভাষাতেই বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাঁহার লিখিত উর্দ্দু ভাষার কয়েকখানি পুস্তকও আছে।

অতঃপর মাওলানা সাহেব কিছু দিন পরে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। স্থানে স্থানে গমন করিয়া ওয়াজ-নসিহত ও সমাজের হিতকর বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শাস্ত্র-সঙ্গত বক্তৃতায় ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় লোকের মন আকৃষ্ট হইল, চতুর্দ্দিকের লোক ভক্তির সহিত তাঁহার শিষ্যত্বে দাখিল হইতে লাগিল, দেশ মধ্যে তাঁহার সুনামের মহিমা প্রচার হইয়া গেল। এইরূপে স্বল্প দিবসের মধ্যেই সমাজে সম্মান ও সুখ্যাতি লাভ করিয়া জনাব মাওলানা সাহেব ১৩১১ সালে পবিত্র হজব্রত পালনার্থ মক্কা যাত্রা করেন। তিনি পবিত্র ভূমিতে ৭ মাস অবস্থান করিয়া অবশ্য-পালনীয় ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিয়া ও দর্শনীয় স্থান সকল দেখিয়াই যে কেবল নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে।

সেখানেও তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানার্জ্জন-লালসা শান্তভাব অবলম্বন করে নাই। সেখানে তিনি প্রবীণ অধ্যাপকের নিকট সিয়াসাত্তা ব্যতীত অপর ৩৪ খানি হাদিসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া পারদর্শিতার প্রশংসা-পত্র লাভ করেন। কেবল তাহাই নহে, কালাম-মজিদ পাঠের দক্ষতা স্বরূপ সনদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এত অধিক বয়সেও মাওলানা সাহেবের অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও জ্ঞানার্জ্জন-লিপ্সার কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। ফলতঃ যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের শিক্ষার সময়ের ভেদাভেদ নাই, তাঁহারা দেশে হউক, বিদেশে হউক, সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই জ্ঞান-লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। বহু মহান চরিত্রে ঈদৃশ অভ্যাস দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সাত মাস মক্কাশরিফে অবস্থানের পর জনাব মাওলানা সাহেব জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন। আবার ফুরফুরায় আনন্দ-ফোয়ারা ছুটিল, আত্মীয়-বন্ধু, মুরিদবর্গ তাঁহাকে পাইয়া সুখী হইলেন। আবার তিনি দেশের সেবায়, সমাজের হিতকামনায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এখন হইতে তাঁহার আর বিশ্রাম-লাভের সময়টুকুও থাকিল না। দূরদূরান্তের নগর-পল্লী হইতে তাঁহার ডাক আসিতে লাগিল, রাজা-মহারাজ, নবাব, আমির, শিক্ষিত, অশিক্ষিত তাবত লোকেই তাঁহাকে ভক্তিভরে বড় বড় সভা-সমিতিতে আনিতে লাগিলেন। তিনিও অদ্যাবধি এই পরিণত বয়সেও সর্ব্বত্র গমন করিয়া সদুপদেশ দানে সমাজের কুরীতি নাশ করিয়া লোকদিগকে সৎপথে আনিতেছেন। যাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাঁহারা

মাওলানা সাহেবের সেই সংকীর্ত্তির কথা প্রতিদিন অবগত হইতেছেন। ফলতঃ বর্ত্তমানে জনাব মাওলানা সাহেবের যেরূপ সম্মান, যেরূপ সমাদর, যেরূপ খ্যাতি-প্রতিপত্তি, সেরূপ কস্মিনকালে এদেশের কোনও ভাগ্যবান পুরুষের ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার শিষ্য সংখ্যার ইয়ত্তা নাই, বহু ধনবান ব্যক্তি, বহু শিক্ষিত মহোদয় তাঁহার মুরিদ। তাঁহার আদর ও ভক্তি-সম্ভাষণের অবধি নাই।

আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, মক্কাশরিফ হইতে দেশে আসার পর অদ্যাবধি মাওলানা সাহেবের বক্তৃতার বিরাম নাই। তাঁহার এই কয়েক বৎসরের বিস্তৃত কার্য্যবিবরণের মধ্য হইতে যদি কতিপয় প্রধান প্রধান কার্য্যের বিষয়ও লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলেও এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। পরন্তু বর্ত্তমানে তত্তাবত বিবরণ লোকের অবিদিত নাই, সাধারণের মনে তাহা সুস্পষ্ট জাগরিত রহিয়াছে। আর আমাদের উদ্দেশ্যও তাহা বর্ণনা করা নহে। যাহা সাধারণের অগোচর—জনাব মাওলানা সাহেবের বংশ-পরিচয়, তাঁহার বাল্যজীবন, শিক্ষা ও সাফল্য লাভ,—তাহাই প্রচার করা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য। যদি কেহ তাঁহার পূর্ণ জীবনী প্রকাশ করিতে চাহেন, তবে তিনি সে সকল ঘটনা সংগ্রহ করিতে থাকুন। আমাদের এ পুস্তিকা তাঁহার পুস্তকের ভূমিকা স্বরূপ হইল মাত্র। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

আমরা অনেক সভায় জনাব মাওলানা সাহেবের সঙ্গে

উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতার গুরুত্ব বুঝিয়া ও সাধারণের গুরুভক্তি ও গুরু-আনুরক্তি দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। ১৩১৬ সালের ৪ঠা মাঘ তারিখে জেলা যশোহরের অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন বাগাঁচড়া গ্রামে একটী সভা হয়। সেই সভায় অন্যান্য বক্তার মধ্যে এই ক্ষুদ্র লেখকও জনাব মাওলানা সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। আমরা গ্রামের নিকটে গিয়া দেখি, চতুর্দ্দিক হইতে পঙ্গপালের ন্যায় লোক সভার দিকে ছুটিতেছে এবং মাওলানা সাহেব কৈ? মাওলানা সাহেব কোথায়? আমরা তাঁহাকে দেখিব, এই প্রকার বলাবলি করিতেছে। অতঃপর সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। বিস্তৃত ময়দান, তাহার কুত্রাপি তিল ধারণের স্থান নাই, কতিপয় শিক্ষিত হিন্দু ভদ্র লোক ও ৩০।৩৫ হাজার ধনী, মধ্যবিত, গরিব সকল শ্রেণীর মুসলমান গায় গায় বসিয়া, কেহ কেহ বা দাঁড়াইয়া আছেন। কখন মাওলানা সাহেব সভায় আসিবেন, সতৃষ্ণ নয়নে সেই পথ চাহিয়া রহিয়াছেন। জনাব মাওলানা সাহেবের অনুমতি-ক্রমে এই শক্তিহীন দীন লেখককেই প্রথমে যাইয়া বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। সভার এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত লোক শুনিতে পাইবে বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিতে হইয়াছিল। কিন্তু তত শক্তি কত ক্ষণ? কত ক্ষণ অনভ্যস্ত বক্তা সজোরে গলা বাজাইতে পারেন? অগত্যা অর্দ্ধ ঘণ্টাধিক সময় চীৎকার করিয়া বসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিলেন। ইহার পরে সুবক্তা মৌলবি ফজলর রহমান সাহেব উঠিয়াও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন। অতঃপর সেই ভাগ্যবান সম্মানিত বীর-বক্তার পালা, প্রথমেই চারিদিকে আনন্দ-আগ্রহ-কোলাহল পড়িয়া গেল। পরে যখন জনাব মাওলানা সাহেব বিরাট পুরুষের ন্যায় গম্ভীর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চ গম্ভীর আওয়াজে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন সভাস্থল নীরব ও নিস্তব্ধ হইল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তন্ময় হইয়া রহিল। দুই তিন ঘণ্টা এই ভাবে অবস্থান। পরে সভা-ভঙ্গে আর এক অদ্ভুত দৃশ্য! জনাব মাওলানা সাহেবের হস্তে চুম্বন দিয়া সালাম করিতে, কদম-বুসি করিতে হাজার হাজার লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কাহার সহিত কথা কহিবেন? কাহার কথার উত্তর দিবেন? কাহাকে দোওয়া করিবেন? ঘোর কোলাহল! জনতার চাপা-চাপিতে তাঁহার দাঁড়াইয়া থাকাও ভার হইল। প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িল। তিনি বেগতিক দেখিয়া এক ঘেরা গরুর গাড়িতে উঠিলেন, কিন্তু পরিত্রাণ কোথায়? বে-আদবী হউক, মাওলানা সাহেব বিরক্ত হউন, তবুও তাঁহার পদে-হাতে চুম্বন দিয়া নিজের কল্যাণ লইতে হইবে। পরে মাওলানা সাহেব সেই জনতার পাশ কাটাইয়া বড় কষ্টে নিকটস্থ একটী গ্রামে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। ফলে লোক-সাধারণের সেই ভাব যে তৎপ্রতি তাহাদের আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা নদীয়া জেলার কুমারখালীতে, ২৪ পরগণার সংগ্রামপুরে ও অপর অনেক স্থলেও ঈদৃশী অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষণ না ঘটে, যাহাতে রাজভক্ত মুসলমানগণ সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অপ্রীতিকর কোনও কার্য্যের সংশ্রবে না থাকে, জনাব মাওলানা সাহেব তদ্বিষয়ে বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়া রাজভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাইয়া-ছিলেন। গরু-কোরবানী লইয়া হুগলী জেলার কোনও একটী স্থানে গোলযোগ ঘটে। উত্তর পাড়ার মাননীয় রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় জমীদার মহাশয় মাওলানা সাহেবকে নিজ বাটীতে সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া তৎসম্বন্ধে এক বিরাট সভায় শাস্ত্রসঙ্গত ব্যাখ্যা করাইয়াছিলেন।

যখন মহামান্য তুরস্ক-সুলতানের সহিত বল্‌কানীয় চারিটী রাজা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, এবং তুরস্কের অর্থ-কষ্ট ও বলক্ষয় ঘটে, সেই দুর্দ্দিনে তুরস্কের আহত সৈন্যেরও অনাথা স্ত্রীপুত্র-কন্যাদের সাহায্যার্থে এদেশ হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া তুরস্কে প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে টাকা সংগ্রহের ধুম পড়িয়া যায়। মুসলমান-সাধারণে স্বজাতি-সহানুভূতিতে মজিয়া যিনি যাহা পারিয়াছিলেন, তাহা দিয়া দয়া-ধর্ম্মের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। জনাব মাওলানা সাহেবও সেই পুণ্যজনক কাজ করিতে নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। লোকে দলবদ্ধ হইয়া দু-দশ দিন ঘুরিয়া যাহা না করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি এক দিনেই অল্পায়াসেই তদপেক্ষা অধিক কাজ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার চাঁদনী বাজার অঞ্চলে ও হাবড়া—রামকৃষ্ণপুর হাটে ব্যবসায়ী মুসলমানদিগের নিকটে

প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বিশ হাজার টাকা তিনি "বাবা চাঁদা দেও" বলিয়া দাঁড়াইবামাত্র তাঁহার ভক্তগণ নতমস্তকে গোছা গোছা নোট, মুঠা ভরা টাকা, গিনি প্রভৃতি দিয়া তাঁহার চাদর পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। দেখুন কি অদ্ভুত ব্যাপ্যার! কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা!! বিধাতার অনুগৃহীত ধর্ম্মশীল কর্ম্মবীর না হইলে কি ইহা যেমন তেমন লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে? ধন্য মাওলানা সাহেব! ধন্য ফুরফুরা ভূমি!! ধন্য তাঁহার জনক-জননী!!!

মাওলানা সাহেবের অক্ষয় কীর্ত্তি তাঁহার ইসল্-সওয়াব। প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসে ফুরফুরায় তাঁহার বাটীর বিশাল প্রাঙ্গণে ইসল্-সওয়াবের বৈঠক হইয়া থাকে। কিন্তু ইসল্-সওয়াব জিনিসটা কি, যিনি তাহা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝাইব কিরূপে? তবে "ইসল্-সওয়াব" সওয়াব হাছেলের সভা, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে। এই সভায় বঙ্গের বিভিন্ন জেলার ১০।১২ হাজার মুরিদ ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে। কার্য্য—ওয়াজ, বক্তৃতা ও কালাম-মুজিদ পাঠ। সৌভাগ্যক্রমে ১৩১৭ সালের ইস্ল-সওয়াবে এই ক্ষুদ্র লেখক উপস্থিত ছিলেন, এবং স্বচক্ষে দেখিয়া নিজের নোট-বহিতে যাহা লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করা হইল। ইসল্-সওয়াবের বিরাট মজলেস। উপরে সামিয়ানা, স্থানে স্থানে ফানুস, দেয়ালগিরি প্রভৃতি আলোকাধার সজ্জিত। সামিয়ানার নিম্নে মজলেস। অসংখ্য লোক সমাগত; মৌলবী, মুন্সী, হাফেজ, কারী, বক্তা, প্রচারক প্রভৃতি শিক্ষিত লোকও

অনেক। খরচও বিস্তর, সেই খরচের অধিকাংশ জনাব মাওলানা সাহেবের ভক্তগণই দিয়া থাকেন। ছাগল, গরু, চাউল, আলু, পাতা, তরকারী, অনেক আসিতে দেখিলাম, নগদ টাকাও অনেকে দিলেন। প্রাতে দেখিলাম, বহু আলেম মজলেসে কালাম-মুজিদ পাঠে নিরত। বৈকালে কারিগণের পবিত্র কোরাণ-আবৃত্তি, তৎপরেই মৌলবি ও বক্তাগণের ওয়াজ ও বক্তৃতা। আহারের বন্দবস্তও বেশ! একত্রে হাজার হাজার লোকের আহার, বিশ্রাম, বক্তৃতা, কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্যে সোরগোল নাই। নীরবে ভোজন, নীরবে শয়ন, নীরবে অবস্থান! জনাব মাওলানা সাহেব স্বয়ং চারিদিকে ঘুরিয়া তত্ত্ব-তালাসে তৎপর। দৃশ্য অতি মনোরম! অতি চমৎকার!! ইহা জনাব মাওলানা সাহেবের উজ্জ্বল কীর্ত্তি। প্রকৃতই তিনি এবঙ্গে স্বনামধন্য সাধু পুরুষ!

আর একটী কথা বলিয়া আমরা এ প্রসঙ্গের শেষ করিব। "মিহির ও সুধাকর" বন্ধ হওয়ার পর বঙ্গীয় মোস্‌লেম-সমাজে জাতীয় সংবাদপত্রের অভাব হইয়া পড়ে, এবং তদ্ধেতু জাতীয় অভাব-অভিযোগ বা অপর কোনও সামাজিক কথা সদাশয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা এবং সমাজের সহানুভূতি লাভ করিবার উপায় ছিল না। বঙ্গবাসী বহু ধনী আমির প্রতিদিন সমাজের সে দুর্গতি দেখা এবং স্বয়ং সে অসুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও তাহার প্রতীকার-পন্থা নির্দ্ধারণ

তাঁহারই পরামর্শে সমাজহিতৈষী মাননীয় মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বি এল উকিল সাহেব, সৎসাহিত্যিক মুন্সী শেখ আবদর রহিম ও অপর কতিপয় সমাজসেবকের প্রযত্নে ১৩১৭ সালের ৮ই মাঘ তারিখে কলিকাতার গ্রীয়ার পার্কে আঞ্জমানে ওয়ায়েজিনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সভায় কলিকাতা ও মফস্বলের বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া বিবিধ প্রস্তাবের মধ্যে এক খানি জাতীয় সংবাদপত্র প্রচার করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য স্থির করেন এবং জনাব মাওলানা সাহেব সেই দুরূহ কার্য্য সাধনার্থ পদস্থ মুসলমান ভ্রাতৃগণকে সাহায্য করিতে অনুমতি না করিলে তাহা সম্পন্ন হওয়া কঠিন, ব্যক্ত করায় তিনি সহর্ষে সেই সঙ্কল্প অনুমোদন করেন ও তাহার পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান হইতে স্বীকৃত হয়েন। তাঁহার সেই সম্মতির ফল, আমাদের জাতীয় সংবাদপত্র এই মোসলেম-হিতৈষী। জনাব মাওলানা সাহেবের আদেশে ও চেষ্টার দ্বারা অচিরে তাঁহার ভক্ত ও সমাজ-হিতৈষী দানশীল মুসলমান ধনীবৃন্দের মধ্য হইতে অর্থ সংগৃহীত হইয়া প্রেস ও প্রেসের সরঞ্জাম খরিদ করিয়া পত্রিকা বাহির করা হয় এবং তাঁহারই দোওয়ায় ও অনুগ্রহে তাঁহার পবিত্র নাম ললাটে স্থাপন করিয়া মোস্‌লেম-হিতৈষী আজ সমাজের কুশল সাধনে ব্যাপৃত আছেন। সুতরাং বলিতে গেলে মোস্‌লেম-হিতৈষীর প্রচার মাওলানা সাহেবের অনুগ্রহের ফল এবং তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তিও বটে। তাঁহার এ কীর্ত্তি অক্ষয়, অদ্বিতীয়, অনন্ত! এতদ্দ্বারা সমাজের সাদৃশ উপকার হইয়াছে, হইতেছে ও সুদূর

ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত হইবে, তাদৃশ অপর শত কার্য্যের দ্বারাও সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

জনাব মাওলানা সাহেবের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেও এস্থলে কিছু বলা আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি। তিনি সুগঠিত ও শ্যামবর্ণ মধ্যমাকারের পুরুষ অর্থাৎ খর্ব্ব তো নহেনই, খুব দীর্ঘও নহেন। শরীর স্থূল ও মাংসল, বুক প্রশস্ত, মস্তক বৃহৎ, ললাট বিস্তৃত, চক্ষু বৃহৎ ও তেজোময়, যেন প্রতিভা-প্রভায় উদ্ভাসিত। বদনমণ্ডল গোলাকার ও ঘন দীর্ঘ দাড়ীতে আবৃত। নাসিকা উন্নত। তাঁহার মস্তকের চুল ছোট। আমরা কখন তাঁহার মস্তকে লম্বা কেশ (বাবরী চুল) রাখিতে দেখি নাই। ফলে এ সমস্ত যে মহান্ পুরুষের চিহ্ন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

জনাব মাওলানা সাহেবের প্রকৃতি অতি নম্র, মধুর ও কোমল। তিনি ছোট বড় সকলের সঙ্গেই অন্তর খুলিয়া বাক্যালাপ করেন, সকলেরই কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া দোওয়া করেন। আবার তিনি গম্ভীরও বটেন, নম্রতা ও গাম্ভীর্য্যের সংযোগে তাঁহার চেহারা অতি অপূর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রম-সহিষ্ণু পুরুষও তাঁহার ন্যায় অতি বিরল। ইসাল্-সওয়াবের সময়ে আমরা দেখিয়াছি, তিনি অসংখ্য অতিথির খোজ-খবর, পান-ভোজনাদির ব্যাপারে যেরূপ খাটিয়া থাকেন, সেরূপ শ্রম অতি কম লোকই করিতে পারেন। মাওলানা সাহেবের আওয়াজ উচ্চ, মিষ্ট ও গম্ভীর। এইরূপ বোলন্দ্ আওযাজ থাকাতেই বড় বড় সভা-সমিতির চতুর্দ্দিকস্থ লোকই

তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পাইয়া থাকে। ইনি মহাজনোচিত ভোলা-মন, খোলা-প্রাণ, যাহাতে অকারণে কেহ ক্ষুণ্ণ হয়, এরূপ কাজ করেন না, কিন্তু ইস্‌লামের বিরুদ্ধাচরণ দেখিলে চটিয়া যান। এই সৎকর্ম্মশীল সুধী পুরুষের অর্থ-লালসা নাই, ভোগ-বিলাসেও তিনি অনাসক্ত। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার হাজার হাজার মুরিদানের নিকটে বহু টাকা লইতে পারিতেন, মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারিতেন, নিজের সেই প্রাচীন কালের পুরাতন কুঠরীগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে পারিতেন, কিন্তু সে দিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য নাই। কোনও মুরিদের নিকটে কখন আমরা তাঁহাকে অর্থ-লালসা করিতে দেখি নাই। ইনি অতি নিষ্ঠাবান ইসলাম-সন্তান, ইস্‌লাম-সঙ্গত আচরণে, ইস্‌লাম-সঙ্গত আহারে, ইস্‌লাম-সঙ্গত কাজে নিত্য অভ্যস্ত। বিদেশে কোন স্থলে গেলে হালাল রুজী-রোজগারকারী লোকের বাটীতেই আশ্রয় লইয়া থাকেন, সুদখোর শারাবীর ত্রিসীমাতে ইনি যান না। পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর ইঁহার নাই, শাদাসিধে ইস্‌লামী পোষাক—পায়জামা, কোর্ত্তা ও পাগড়ী। টুপীও অনেক সময় ব্যবহার করিয়া থাকেন, কখন কখন তহ্‌পনও পরিধান করেন। প্রকৃতই ইনি বাহ্যাড়ম্বর-অনাসক্ত সুফী দরবেশ! উদাসীন!!

আমরা আজ এই পর্য্যন্ত জনাব মাওলানা সাহেবের জীবনী ও তাঁহার বংশাবলী-চরিতকাহিনী সাধারণের গোচর করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। এক্ষণে উপসংহারকালে আসুন ভ্রাতৃগণ!

ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিতাশিক্ষিত সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমানগণ! আমরা কায়মনোপ্রাণে করুণাময় আল্লাহতালার দরগায় কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করি, হে খোদাওন্দ করিম! তুমি আপনার করম ও ফজলে বঙ্গবাসী দরিদ্র মুসলমানদিগকে সৎ পথ দেখাইবার জন্য যে উজ্জ্বল আলোক দান করিয়াছ, যে ধর্ম্মপ্রাণ সুফী দরবেশকে ফুরফুরা-ভূমিতে অবতীর্ণ করিয়াছ, সে আলোক শতাধিক বর্ষকাল অক্ষুণ্ণভাবে থাকুন, তিনি স্বীয় পুত্র-কন্যাদি-সহ সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুস্থদেহে ফুল্লমনে বঙ্গ-মোস্‌লেমের ইহ-পারলৌকিক কুশল সাধন করুন। তাঁহার উপরে তোমার করুণা-বারি বর্ষিত হউক। হে দয়াময়! ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা, আমিন।

* জনাব মাওলানা সাহেবের বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে চারিটী পুত্র ও নয়টী কন্যা বিদ্যমান আছেন। দুঃখের বিষয়, বিগত ইসল-সওয়াবের দিনে তাঁহার একটী বয়স্কা কন্যা অকালে এন্তেকাল করিয়াছেন। খোদা তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন, এই প্রার্থনা।

সমাপ্ত।

মুন্সী মোজাম্মেল হক্ প্রণীত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে

~~কতিপয়~~ সংবাদ-পত্রের অভিমত।

১। শাহনামা—"শাহনামার ভাষা সরল ও মধুর। শাহ্‌নামা পাঠ করিলে একাধারে ইতিহাস ও উপন্যাস পাঠের সুখানুভূত হয়। হক্ সাহেব পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গ-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সমগ্র শাহ্‌নামা প্রকাশ করিতে পারিলে তিনি অক্ষয় যশের অধিকারী হইবেন।" বঙ্গবাসী।

"গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ। তিনি যে বিরাট কর্ম্মে হাত দিয়াছেন, তাহা সংপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তোলা সহজ হইবে পাঠক সাধারণের সাহায্য পাইলে। আশা করি যে, পাঠকসাধারণ প্রাচীন পারস্যের কৌতুককর কাহিনী জানিবার জন্য পুস্তক ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিবেন।" প্রবাসী।

২। হজরত মহাম্মদ—ইহাতে হজরতের জন্মকথা, বাল্যলীলা, মাহাত্ম্যাদি কাব্যাকারে গ্রথিত আছে। প্রবাসী বলেন, "পুস্তকখানির রচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে।"

৩। মহর্ষি মনসুর—মহাত্মা মনসুরের অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী, বিষয়টী যেমন সুন্দর, লেখাও তদনুরূপ প্রাঞ্জল হইয়াছে। বসুমতী।

"লেখক বিশুদ্ধ বাংলায় এই মহর্ষির উপদেশ, ধর্ম্ম-মত, শিক্ষা প্রভৃতির সহিত তাঁহার জীবন-কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাবিবার শিখিবার অনেক বিষয় পাইবেন।" প্রবাসী।

৪। ফেরদৌসী-চরিত—"গ্রন্থকার বেশ মার্জ্জিত ভাষায় ফেরদৌসীর চরিত্র-চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।" বঙ্গবাসী।

"ফেরদৌসীর জীবন-কাহিনী সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনও সুন্দর। আমরা এই পুস্তকের প্রচার কামনা করি।" সঞ্জীবনী।